প্রশ্ন- ৯ ঃ মাসিক মদিনার মার্চ'০৩ সংখ্যায় ৩৯ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ ইবনে সামছ ৯নং দাবী করেছে যে, *"কবরকে কেন্দ্র করে যে মেলা ও উরস অনুষ্ঠিত হয়- তা বিদ্আত। কারণ, নবী করিম (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন (রহঃ)-দের থেকে তা প্রমাণিত নয়"*। তার এ দাবী কি সত্য?

ফতোয়া ঃ তার দাবী মিথ্যা এবং বেয়াদবীতে পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ সে কবর বলেছে। কবরে কোনদিন উরস হয় না। উরস হয় অলী ও সাহাবীগণের মাযার শরীফে। দ্বিতীয়ত ঃ সে উরসের সাথে 'মেলা' শব্দ যোগ করে তার দাবীর পক্ষে শুধু যুক্তি প্রদর্শন করেছে- কোন দলীল পেশ করতে পারেনি এবং পারবেওনা। তৃতীয়ত ঃ সে উরসকে বিদ্আত বলে দাবী করে যুক্তি প্রদর্শন করেছে- উরস নাকি কুরুনে ছালাছা- অর্থাৎ নবী, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেঈন থেকে প্রমাণিত নয়- তাই বিদ্আত। বিদআত এবং তার ভাল মন্দ সম্পর্কে ইবনে সামছের সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও এমন অর্বাচীনের মত কথা বলতো না। তাকে জিজ্ঞাস করি- চার মাযহাব, চার তরিকা কি নবী, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেঈনগণের যুগে ছিল? অথচ চার মাযহাবের এক মযহাব মান্য করা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব এবং চার তরিকা বা কোন একটি গ্রহণ করা– তথা বায়আত হওয়া সুন্নাত। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী "কাউলুল জামীল" গ্রন্থে বায়আত হওয়া এবং চার তরিকার মধ্যে যে কোনটি গ্রহণ করাকে সুন্নাত বলেছেন। তদুপরি, জিজ্ঞাসা করতে চাই- দেওবন্দ মাদ্রাসা ও দেওবন্দী নেছাব বা পাঠ্য তালিকা কি ঐ চার যুগে ছিল? বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ সহ সিহাহ্ সিত্তার কিতাব কি ঐ চার যুগে ছিল? খাদ্য তালিকায় কি ঐ সময় পোলাও কোর্মা বিরিয়ানী ছিল? এগুলোকে বিদ্আত না বলে শুধু উরস শরীফকে টার্গেট করা হলো কেন? মূলত! বিদ্আত বলা হয় ঐ কাজ বা বিশ্বাসকে- যা কুরআন, সুন্নাহ্র নীতির পরিপন্থী– ইমাম শাফেয়ী।

www.sunnibarta.com

ইবনে সামছ বা মাসিক মদিনার মুরুব্বী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও তার পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ্ এবং ভারতীয় ওহাবী আন্দোলনের মুল নেতা ইসমাইল দেহলভী- গংরা উরসকে জায়েয বলে প্রমাণ সহ ফতোয়া দিয়েছেন- তা কি ইবনে সামছের জানা নেই?

এবার আসুন- উক্ত তিন মুরুব্বীর অভিমত পেশ করে ইবনে সামছকে শান্তনা দেই।

(১) ইমামঈল দেহলভী তার "সিরাতে মুস্তাকীম" গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় বলেছে-

نفس عرس میں کوئی قباحت نہیں مگر ہیئت کذائیہ یعنی تاریخ مقرر کرنا اور شیرنی پکانا اور دھوم دھام کرنا ناجائز ہے-

অর্থ ঃ শুধু উরস অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি নেই। কিন্তু দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা, শিরনী পাকানো এবং ধুমধাম করা নাজায়েয।

(২) হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব দেওবন্দী তার "হাফ্ত মাছআলায়" লিখেছেন-

فقیر کا مشرب اس امر میں (عرس) یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر ومرشد کی روح مبارك پر ایصال ثواب کرتا ہوں- اول قران خوانی ہو تی ہے- اور گاہ بگاہ اگر وقت میں وسعت ہو تو مولود پڑھا جاتا ہے پھر ما حضر کھا نا کھلایا جاتا ہے اور اسکا ثواب بخشش دیاجاتا ہے -

অর্থ ঃ "উরসের ব্যাপারে আমি অধম ইমদাদুল্লাহ্র প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে- "প্রতি বৎসর স্বীয় পীর মুর্শিদের রুহ্ মোবারকে ইছালে ছাওয়াব এভাবে করে থাকি- প্রথমে কোরআনখানী অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন সময় সুযোগ হলে

www.sunnibarta.com

মিলাদ শরীফও পড়া হয়। অতঃপর উপস্থিত খানা পরিবেশন করা হয় এবং এর সওয়াব বখশীষ করে দেয়া হয়"। (ফয়সালা হাফ্ত মাসআলা)।

এখানে উরস শরীফ, মিলাদ শরীফ এবং তাবাররুক বন্টন করারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৩) এবার দেখুন- রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর ফতোয়া। ফতোয়ায়ে রশিদিয়ার প্রথম খন্ড কিতাবুল বিদআত পৃষ্ঠা ৯২-তে উল্লেখ আছে- (মূল ছাপা দেখুন)।

بہت اشیاء ہیں کہ اول مباح تھیں- پھر کسی وقت منع ہو گئیں- مجلس عرس ومولود بھی ایسا ھی ہے- اھل عرب سے معلوم ہوا کہ عرب شریف کے لوگ حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا عرس بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں خاص کر علماء مدینہ منورہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے رہے جنکا مزار شریف احد پہاڑ پرہے -

অর্থ ঃ "এমন অনেক কাজ আছে- যা প্রথমে মুবাহ্ ও জায়েয ছিল- কিন্তু পরবর্তী কোন এক সময়ে এসে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। উরস এবং মিলাদ শরীফও তদ্রূপ। আরববাসীদের নিকট থেকে জানা গিয়েছে যে, আরব শরীফের লোকেরা হযরত ছাইয়েদ আহমদ বাদাভী (রহঃ)-এর উরস শরীফ খুব ধূমধামের সাথে পালন করতেন। বিশেষ করে মদিনা মোনাওয়ায়ার আলেমগণ হযরত আমির হামযা (রাঃ)-এর মাযার শরীফে উরস মোবারক পালন করে আসছেন। তাঁর পবিত্র মাযার উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত"। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৯২)।

বিঃদ্রঃ ফতোয়া রশিদিয়া মূল সংস্করন পৃথক পৃথক খন্ডে ছিল। কিন্তু নূতন সংস্করন পূর্ণ এক খন্ডে ১৯৮৭ ইং সালে ছাপা হয়েছে এবং মক্তবায়ে থানবী দেওবন্দ তা ছাপিয়েছে। এই নূতন সংস্করণে উক্ত উর্দ্দূ ইবারত সম্পূর্ণ গায়েব করে ফেলা হয়েছে। সুতরাং নূতন সংস্করণ গ্রহণযোগ্য নয়। পুরাতন সংস্করন দেখুন।

উপরোক্ত তিন মূরুব্বীর উরসের ফতোয়া আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ এবং বর্তমান ওহাবীদের বিরূদ্ধে এটম বোমা হিসাবে বিবেচিত হবে। মাসিক মদিনা নামের অন্তরালে প্রকৃত পক্ষে তারা "এন্টি মদিনা"-র কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। (উরসের ও মাযারের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন আমার লিখিত "আহ্কামুল মাযার" গ্রন্থে।

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA